আলোর মশাল জ্বালো

নন্দিনী হোসেন
১২ ফেব্রুয়ারী ২০০৬

পৃথিবীর আনাচে কানাচে যখন ধর্মীয় মৌলবাদীদের তান্ডব চলছে-তখন বাংগালী কিছু মুক্তচিন্তার মানুষ, তাদের মিলন তীর্থ মুক্তমনায় পালন করছে **ডারউইন দিবস** !আমি ব্যক্তিগত ভাবে নৈরাশ্যবাদী মানুষ নই। তবু যখন দেখি 'আলোর রেখা'যেন ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে - শুধু বাংলাদেশ থেকেই নয়, প্রায় সবজায়গা থেকেই - তখন হতাশ হতে হয় বৈকি। নিজের চারিদিক, কাছে কিংবা দূরে একটু আলোর ক্ষীণরেখা- তা যতই ছিটা ফোঁটা হোক না কেন - নজরে আসলে তাতেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠা আমার স্বভাব। তারপরও গত কিছুদিন ধরে কেবলই মনে হচ্ছিল সব যেন অন্ধকারের দিকেই ধাবিত হচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে-আমরা যেন তত অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছি। চিন্তার মধ্যে আমাদের একটা জঁট পাকিয়ে যাচ্ছে কোথা ও। মানব সভ্যতা কি মানুষেরই সৃষ্ট অন্ধ সংস্কার, গোড়ামীর কাছে মুখ থুবড়ে পড়বে শেষ পর্যন্ত ....!

****

নন্দিনী,

পথ হোক দুঃসহ, দুর্গম ভয়াবহ
দু'এক পথিক পথ চলবেই,
বোধের বন্ধদ্বারে, নিকষ অন্ধকারে
বিদ্রোহী কিছু দীপ জ্বলবেই॥

বাগান হোকনা শত, ঝড়ে ক্ষতবিক্ষত
নামহীন কোন ফুল ফুটবেই,
অন্ধতমসা ভেঙ্গে, দিক্-দিগন্ত রেঙে
আলোর বন্যা শেষে ছুটবেই॥

তীক্ষ্ণ খরার পরে, প্রবল প্লাবন-ভরে
উত্তাল জল ছল-ছলবেই,
ক্ষুদ্র মরণ শেষে, বিপুল জীবন এসে
জীবনের রূপকথা বলবেই॥

এরই নাম মুক্তমনা।

ফতেমোল্লা
১৩ই ফেব্রুয়ারী ৩৬ মুক্তিসন (২০০৬)